৩য় উপকূলীয় পানি সম্মেলন ২০২৬
পানি প্রতিবেশ সুরক্ষা'ই টেকসই উন্নয়ন

২৪ - ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
খুলনা, বাংলাদেশ

সম্মেলনের বিষয়বস্তু

বিষয়ঃ পানি ও জলবায়ু পরিবর্তন

ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, জোয়ারের প্লাবন ও নদী ভাঙন কীভাবে উপকূলীয় পানি ব্যবস্থানা এবং জীবিকাকে পরিবর্তীত করছে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দুর্বল পানি ব্যবস্থাপনা এবং দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে মুখোমুখি অবস্থান করছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, উজান থেকে নদীর পানি কমে যাওয়ায় লবণাক্ত পানি ভেতরের দিকে ঢুকে পড়ে ফলে অগভীর পানির স্তর ও ভূ-উপরিস্থ পানি দুষিত হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে ২০২০ সালে উপকূলীয় আবাদযোগ্য কৃষি জমির প্রায় ৩৭% মাটিতে ইতোমধ্যেই লবণাক্ততার প্রভাব পড়েছে। কারণ জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রের পানিকে ভূমিতে ঠেলে দেয়। বর্তমানে প্রায় ১.০২ লাখ হেক্টর উপকূলীয় কৃষি জমির প্রায় ৭০% জমি লবণাক্ততায় প্রভাবিত যা খাদ্য নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে এবং স্বাদু পানির গুনগত মান হ্রাস করছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল (IPCC) উল্লেখ করেছে যে, নিম্ন ব-দ্বীপগুলিতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমুদ্রের ক্রমবর্ধমান উচ্চতা এবং অতিরিক্ত ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে সমুদ্রের পানি উপকূলীয় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে প্রবেশ করছে। শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানির প্রবাহ কম থাকায় সমুদ্রের পানি নদী এবং খাল দিয়ে আভ্যন্তরীণ দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে ভূগর্ভস্থ পানি ও মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ে যা বর্ষা আসা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই প্রক্রিয়াগুলি লাখো লাখো মানুষের জন্য পানীয় জলের সরবরাহকে হুমকির মুখে ফেলছে। তাই জলাবয়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে হলে পানি ও সামাজিক প্রভাব বুঝতে হবে ও এই খাতে জলবায়ুসহনশীল সক্ষমতা ও দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে।

উপ-বিষয় ঃ

১. লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় বন্যা

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা যেমন খুলনা এবং সাতক্ষীরার মতো জেলাগুলিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানি প্রবাহ উজানের দিকে মোড় নেওয়া এবং জলোচ্ছ্বাস কীভাবে লবণাক্ততা বাড়াচ্ছে তার ভূতাত্ত্বিক তথ্য পর্যালোচনা করে লবণাক্ততা কমাতে প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান যেমন, (ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার) এবং প্রকৌশল ব্যবস্থা (বেড়িবাঁধ পুনর্বাসন, নিয়ন্ত্রিত ফ্লাশিং) নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

২. ঘূর্ণিঝড়, বৈরী ঘটনা এবং পানিসুরক্ষা

ঘূর্ণিঝড়-সৃষ্ট বন্যা এবং কিভাবে দীর্ঘায়িত লবণাক্ততা সৃষ্টি করে তার যোগসূত্র পর্যালোচনা করা। পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, জলবায়ুসহনশীল পানি সরবরাহ অবকাঠামো (যেমন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার উচু হওয়া, ঘূর্ণিঝড় সহনশীল পানির উৎস) এবং পানি ব্যবস্থাপনা , দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

৩. জলবায়ুসহনশীল পানি অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি

কমিউনিটি ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, সৌরশক্তিচালিত পানি লবণমুক্তকরণ প্রযুক্তি, ভূগর্ভস্থ পানির পুনভরণ (Managed Aquifer Recharge) এর মতো নতুন নতুন প্রযুক্তি তুলে ধরা। পাশাপাশি এসব প্রযুক্তির সাথে স্থানীয় জনসাধারণের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ ও নিয়মিত মনিটরিং করা যাতে প্রযুক্তিগুলি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয়।

৪. সমন্বিত জলবায়ু এবং পানি নীতিমালা

জাতীয় নীতিমালাগুলি - যেমন জাতীয় পানি নীতিমালা ১৯৯৯ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর মতো নীতিমালায় কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের পূর্বাভাস অন্তর্ভূক্ত করা যায় এবং সম্পদের ন্যায্য বন্টন নিশ্চিত করতে পারে তা পর্যালোচনা করা। পানি, কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্তঃক্ষেত্র সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।

পানি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন

উপকূলীয় ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা অধিকার, ক্ষমতা, জবাবদিহিতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি অন্বেষণ।

সারসংক্ষেপঃ

উপকূলীয় পানি সমস্যা কেবল পানিতত্ত্বই নয়; এগুলো পানি ব্যবস্থাপনার মধ্যে অর্ন্তনিহিত। সরকারি সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের সাথে পরামর্শের পর গৃহীত বাংলাদেশের জাতীয় পানি নীতিমালা (১৯৯৯) ছয়টি উদ্দেশ্যকে সংজ্ঞায়িত করে: ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং ভূ-পৃষ্ঠের পানির ন্যায্য ব্যবহার, উন্নয়ন, পানির সার্বজনীন প্রাপ্যতা, আইনি ও আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পানি ব্যবস্থাপনা ত্বরান্বিত করা, বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিত করা এবং পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি করে এমন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, পরিবেশগত বিবেচনা এবং বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে এমন একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং পানি-সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য জ্ঞান ও সক্ষমতা বিকাশ। এই কাঠামো থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়নের অসংগতি রয়ে গেছে, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে যেখানে ওভারল্যাপিং ম্যান্ডেট, সীমিত স্থানীয় ক্ষমতা এবং দুর্বল নিয়ন্ত্রক প্রয়োগ নিরাপদ পানিতে প্রবেশাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে।

সারসংক্ষেপঃ

উপ-বিষয়ঃ

১. আইনি কাঠামো এবং নীতিগত সমন্বয়

জাতীয় পানি নীতির উদ্দেশ্য এবং সেগুলি কীভাবে কার্যকর করা হচ্ছে তা পর্যালোচনা করা। পানি আইন ২০১৩, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৮ এবং আর্সেনিক প্রশম জন্য জাতীয় নীতি ২০০৪ এর সাথে সামঞ্জস্য পর্যালোচনা করে অসংগতি চিহ্নিত করুন (যেমন, গ্রামীণ উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য বাধ্যবাধকতার অভাব) এবং অধিকার এবং দায়িত্ব সুস্পষ্ট করে আইনি সংশোধন বা নতুন বিধিমালা প্রস্তাব করা।

২. প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং বিকেন্দ্রীকরণ

ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ এবং পৌর সংস্থাগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের মতো অন্যান্য সংস্থাগুলির মধ্যে ওভারল্যাপিং ম্যান্ডেট কীভাবে উপকূলীয় পানি ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করা। ইউনিয়ন পরিষদ এবং কমিউনিট ভিত্তিক সংস্থাগুলিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন।

৩. বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা এবং অর্থায়ন

জাতীয় পানি নীতিমালা বেসরকারি বিনিয়োগ এবং ব্যবহারকারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে, তবুও পানি খাতে এখনও সরকারি সরবরাহকারীদের আধিপত্যে রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সুযোগ চিহ্নিত করে (যেমন, ক্ষুদ্র পরিসরে পানি লবণমুক্তকরণ প্রযুক্তি, কমিউনিটি ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ) এবং ক্রয়ক্ষমতা এবং ন্যায্যতা রক্ষা করুন।

৪. কমিউনিটির অংশগ্রহণ, জেন্ডার এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা বৃদ্ধির নীতির লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রশাসনিক সংস্কারগুলি নারী, যুব, আদিবাসী গোষ্ঠী এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বরকে আরও জোরদার করে তা নিশ্চিত করুন। লবণাক্ততা বিষয়ে মানুষের আধুনিক জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, সামাজিক নিরীক্ষা এবং প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা প্রচার করা যাতে প্রশাসন অংশগ্রহণমূলক হয়।

৫. আন্তঃসীমান্ত এবং উজান-ভাটির সম্পর্ক

উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার বৃদ্ধিতে উজানের পানি প্রত্যাহারের প্রভাব এবং আন্তঃসীমান্ত পানি বন্টন ও নদী প্রবাহ নিয়ে যৌথ নদী কমিশনের ভূমিকা ও কার্যকারীতা নিয়ে আলোচনা করা। পাশাপশি উপকূলীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে কূটনীতি এবং অ্যাডভোকেসি প্রক্রিয়ায় সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করা যাতে তাদের চাহিদা জাতীয় অবস্থানকে অবহিত করে।

পানি বাস্তুতন্ত্র এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

নদী, জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ এবং মোহনাগুলিকে পানি, জলবায়ু এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে SDG লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংযুক্ত করা।

সারসংক্ষেপঃ

সুস্থ বাস্তুতন্ত্র ছাড়া পানি নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব নয়। লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ উপকূলীয় অঞ্চলে মাটি, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, মিঠা পানির বাস্তুতন্ত্রের অবনতি ঘটাচ্ছে এব এটি মৎস্যজীবীদের জন্য হুমকিস্বরূপ। SDG 6 - সকলের জন্য পানি এবং স্যানিটেশনের প্রাপ্যতা এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা - জলাভূমি, নদী, জলাধার এবং হ্রদের মতো জল-সম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্রগুলিকে সুরক্ষা এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য স্পষ্টভাবে আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবুও ২০১৯ সালে জনসংখ্যার মাত্র ৪২.৬% নিরাপদে পানীয় জলের ব্যবস্থাপনা করতে পেরেছে এবং মলমূত্র ব্যবস্থাপনা এবং পানির গুণমান নিয়ে এখনো গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। SDG 6 অর্জনের জন্য পানীয় জল এবং স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রার সাথে বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারকে একীভূত করা প্রয়োজন।

উপ-বিষয়ঃ

১. পানি সম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ কীভাবে ম্যানগ্রোভ বন, জলাভূমি এবং মিঠা পানির পুকুরকে হুমকির মুখে ফেলে তা তুলে ধরে সুন্দরবন এবং উপকূলীয় জলাভূমির সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা করা। যা প্রাকৃতিক সুরক্ষা হিসেবে পানির মান উন্নত করে এবং মৎস্য ও ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বাস্তুতন্ত্রের পরিসেবা মূল্যায়নকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহিত করুন।

২. SDG 6 লক্ষ্যমাত্রা এবং জাতীয় অগ্রগতি

প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা করা (৬.১-৬.৬, ৬.ক, ৬.খ)। নিরাপদ পানীয় জল এবং স্যানিটেশন, পানির গুণমান উন্নয়ন, পরিমিত পানি ব্যবহার, সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষায় বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা। লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ এবং বর্জ্য জল পরিশোধনের মতো অসংগতি চিহ্নিত করে পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সাথে সংযুক্ত করে সমন্বিত কর্মসূচি সুপারিশ করা।

৩. টেকসই পানির গুণগতমান এবং বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা

(Pond Sand Filter) PSF, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ পানির পুনভরণ (Manage Aquifer Recharge) এবং কমিউনিটি ভিত্তিক পানি লবণমুক্তকরণ প্রযুক্তি গুলির মতো প্রযুক্তি অন্বেষণ করা। লক্ষ্যমাত্রা ৬.৩ পূরণের জন্য পয়ঃ ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি এবং বৃত্তাকার অর্থনীতির পদ্ধতি (যেমন, কৃষির জন্য বর্জ্য জল পুনঃব্যবহার) প্রচারের বিষয়ে আলোচনা করা।

৪. সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) এবং বহু- ক্ষেত্রীয় সহযোগিতা

সকল স্তরে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা IWRM-বিবেচনা করে লক্ষমাত্রা ৬.৫ এর আলোকে পানি, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং শক্তির মধ্যে আন্তঃক্ষেত্র সংযোগের উপর জোর দেওয়া এবং বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তো।

৫. বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য কমিউনিটির সম্পৃক্ততা

লক্ষ্যমাত্রা ৬.খ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পুকুর, খাল এবং জলাভূমিতে কমিউনিটির তত্ত্বাবধানকে উৎসাহিত করুন। কমিউনিটির নেতৃত্বে ম্যানগ্রোভ রোপণ বা জলাভূমি সংরক্ষণের ফলে পানির প্রাপ্যতা এবং স্থিতিস্থাপকতা উন্নত হয়েছে এমন সাফল্যের গল্প শেয়ার করা।

অভিযোজন শিক্ষণ

অভিযোজন শিক্ষণ প্লাটফর্ম যা স্থানীয় কমিউনিটিকে অভিযোজন, মানসিকতা পরিবর্তন এবং উত্তম অনুশীলন (Good Practice) গ্রহণ করতে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপঃ

অভিযোজনমূলক শিক্ষণ হলো উপকূলী অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনজনীত দুর্যোগ ও ঝুকিঁ নিরসন মোকাবেলা ও সমাধান করতে পরীক্ষা নিরীক্ষা, উত্তম অনুশীলন (Good Practice) গ্রহণ করতে সক্ষমতা তৈরী করা। খুলনা এবং সাতক্ষীরার প্রকল্পগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে উপকূলীয় কমিউনিটির বিশেষ করে নারী এবং কিশোরীদের অভিযোজন দক্ষতা ও সক্ষমতা জলবায়ু সৃষ্ট লবণাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। কমিউনিটির পরিবর্তন প্রবাবককে (Change Enget) দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে তারা জলবায়ু সহসশীল জীবিকা এবং পানীয়-জলের উৎস ব্যস্থাপনার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা করতে পারে। স্বল্পমেয়াদী সাড়াদান এবং প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতি থেকে সরে এসে কমিউনিটির মানুষ নিজেদের মালিকানা মনে করে। এর ফলে জলবায়ুসহসশীল জীবিকা বছরব্যপী নিরাপদ পানিতে নারী পুরুষের সমান প্রবেশাধিকার এবং জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা, জ্ঞান এবং শিক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপ-বিষয়বস্তুঃ

১. জলবায়ুসহসশীল জীবিকা এবং অর্থনৈতিক বহুমূখীকরণ

লবণসহিষ্ণু ফসল চাষ, সমন্বিত জলজ-কৃষি ব্যবস্থা, ম্যানগ্রোভ বনে মৌমাছি পালন এবং ইকো-ট্যুরিজমের মতো অভিযোজন কৌশলগুলিকে প্রচার করা। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে স্বীকৃতি প্রদান করা। জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই কমিউনিটিতে নারী নেতৃত্ব শক্তিশালী হবে।

২. জেন্ডার সংবেদনশীল,পানিসুরক্ষা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

পানি সংগ্রহ এবং পারিবারিক অভিযোজনে নারী ও মেয়েদের যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোঝা বহন করা হয় তা মোকাবেলা করার জন্য এমন উদ্যোগগুলিকে তুলে ধরা যা সারা বছর ধরে নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য পানীয় জল সমাধান প্রদান করে,নারীদের উপর সময় এবং স্বাস্থ্যের বোঝা হ্রাস করা। পানি ও স্যানিটেশন প্রোগ্রামে মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং নলেজ শেয়ারিং

স্থানীয় সরকার, পানি ব্যবহারকারী সমিতি, এনজিও এবং কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের জলবায়ু ঝুঁকি বিশ্লেষণ, পানির অবকাঠামো পরিচালনা এবং অভিযোজন অনুশীলন প্রচারের ক্ষমতা তৈরি করা। কমিউনিটি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে নলেজ শেয়ার প্লাটফর্মগুলিকে উৎসাহিত করা, যাতে সফল উদ্ভাবন (যেমন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, গৃহস্থালি পরিশোধন) অন্যদের মাঝে প্রচার করা।

৪. কমিউনিটি নেতৃত্বাধীন শিক্ষণ এবং লোকায়িত জ্ঞান

আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পাশাপাশি লোকায়িত জ্ঞান অনুশীলনগুলি যেমন, ভাসমান কৃষি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ) স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তর্ভুক্ত করা। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (যেমন, লবণাক্ততা বিষয়ে মানুষের আধুনিক জ্ঞান) তরুন প্রজন্মের কাছে স্থানীয় অভিযোজনের অভিজ্ঞতার কাহীনি শেয়ার করা।

৫. অভিযোজন শিক্ষণ এবং যুব সম্পৃক্ততা

জলবায়ু পরিবর্তন, পানি ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই জীবিকা নির্বাহ বিষয়ে স্কুল পাঠ্য শিক্ষাক্রমের পাশাপশি সহপাঠক্রম বিষয় হিসেবে অন্তভূক্ত করা। ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করে তরুন সমাজকে জলবায়ু ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এই কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পরিবর্তনের দূত হিসেবে তাদেরকে সক্ষম করে তোলা।